বর্তমান সংবাদ

কলকাতা বইমেলা

সালাম আজাদ

দিল্লির আন্তর্জাতিক বইমেলা শেষ হয়েছে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। শুরু হয়েছিল ২৮শে জানুয়ারি। এখন চলছে কলকাতা বইমেলা। কলকাতা বইমেলা শুরু হয়েছে ৩০শে জানুয়ারি থেকে। তবে বরাবরের মতো উদ্বোধন হয়েছে ২৯শে জানুয়ারি বিকেলে। এদিনটিই শুধু নয়, আগের এবং পরের দু'দিন কলকাতার প্রকৃতি বিরূপ থাকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জল-কাদায় একাকার ছিল। কলকাতা বইমেলার এবারের উদ্বোধক ছিলেন নেদারল্যান্ডের বিশিষ্ট সাহিত্যিক রিটা রাহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মেলা শেষ হয়ে গেছে ১০ই ফেব্রুয়ারি। এবারের থিম কান্ট্রি ছিল নেদারল্যান্ড। এবারের কলকাতা বইমেলা সাতাশতম অর্থাৎ সাতাশ বছর পূর্ণ করল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত ও সেখানে পাওয়া প্রায় চল্লিশ হাজার গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক তালিকা নিয়ে ১শ' ২৫ টাকা মূল্যের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে আয়োজক সংস্থা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড। এছাড়াও বইমেলার মূল মঞ্চ, আন্তর্জাতিক সভাগৃহ, গ্রন্থপ্রেমীদের জন্য প্রতিদিন আকর্ষণীয় নানান আলোচনা সভা তো রয়েছেই। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পনেরটি দেশ এবং নেদারল্যান্ডের প্রতিবিম্ব ছাড়াও এবারের মেলায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকাশনা সংস্থার জন্য কনফ্রেন্স, নতুন নতুন বইয়ের প্রদর্শনী ও কন্সিউটার এনসেলেড টিচিপিডীদের জন্য মর্মার্ত দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে। কলকাতা বইমেলা প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে শুরু হয়ে একটানা রাত ৮টা পর্যন্ত চললেও রোববার একঘণ্টা আগে শুরু হওয়ার ঘোষণা কর্তৃপক্ষ আগেই দিয়েছিল। মেলায় প্রবেশ মূল্য ধার্য করা হয়েছে চার টাকা। মেলা শেষ হওয়ার এক ঘণ্টা আগে টিকিট বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে প্রতিদিন।

৩রা ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় 'বইয়ের জন্য পদযাত্রা' হয়ে গেল দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে উত্তর কলকাতার কলেজ স্কোয়ার থেকে। কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে সন্ত্রাসী হামলার কারণে এবার কলকাতা বইমেলা প্রাঙ্গণে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। প্রবেশ পথের প্রতিটি গেটে মেটাল ডিটেক্টর বসানো হয়েছিল। পুলিশ ও নিরাপত্তা রক্ষীদের তল্লাশি পেরিয়ে তবে ঢোকা গেছে বইমেলায়। এরকম ব্যবস্থা বিগত সাতাশ বছরে এই প্রথম। তাছাড়া মেলার বিশাল জনতার মধ্যেও ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল সাদা পোশাকের পুলিশ। এবারের মেলায় থিম নেদারল্যান্ড হওয়ায় এদেশটি ছাড়াও ইউরোপের দেশগুলো থেকে, প্রচুর বিদেশীর সমাগম ঘটেছে কলকাতা বইমেলায়।

সাতাশতম কলকাতা বইমেলার এবার নামের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। বিগত ছাব্বিশ বছর এই মেলার নাম ছিল ক্যালকাটা বুক ফেয়ার বা ক্যালকাটা পুস্তকমেলা। গত বছর শহরের নামের ইংরেজি বানান পরিবর্তন করায় এবার আর ক্যালকাটা শব্দটি মেলায় ব্যবহার করা হয়নি। এবার নতুন নাম করা হয়েছে কলকাতা বুক ফেয়ার বা কলকাতা বইমেলা। প্রতি বছরের ন্যায় এবারের বইমেলাও চলেছে ১২ দিন ধরে।

ভাওয়াহেরলাল নেহরু রোডে আমেরিকান সেন্টার। তার উল্টো দিকের 'ময়দানে' প্রতি বছরের মতো এবার কলকাতা বইমেলার ডেমো করা হয়েছে। আমেরিকান সেন্টারে সন্ত্রাসী হামলার কারণে এবারের কলকাতা বইমেলার নিরাপত্তা কড়াকড়ি করা হয়েছে, তা আগেই উল্লেখ করেছি। এবারের কলকাতা বইমেলায় ৫শ' ৭৫টি প্যাভিলিয়ন, ৪২টি স্ট্যান্ড প্যাভিলিয়ন এবং ১শ' ৮০টি লিটল ম্যাগাজিন স্টল ছিল। আর এ বছর থেকেই প্রবীণ অর্থাৎ পঁয়ষট্টি বছরের উর্ধ্বের কোন ভারতীয় নাগরিকের টিকিট লাগেনি। তবে এর জন্য তাদের ভোটের সক্রিয় পরিচয়পত্র দেখাতে হয়েছে। এবার থেকেই নতুন করে যুক্ত হলো সুপ্রিম সরকার স্মারক বক্তৃতা। এর আগে শুধু অশোক সরকার স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হতো পিস্তের পক্ষ থেকে। সুপ্রিম সরকার পিস্তের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সভাপতিও ছিলেন দু'বার ১৯৯২-'৯৪ এবং ১৯৭৭-'৭৯ সময়কালে। তিনি এমসি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রকাশনা সংস্থার স্বত্বাধিকারীই শুধু ছিলেন না বইপাড়ার মুখপত্র 'কলেজ স্ট্রিট' পত্রিকার প্রধান সম্পাদকও ছিলেন। এই স্মারক বক্তৃতার ব্যয় নির্বাহের জন্য এমসি সরকার অ্যান্ড সন্সের পক্ষ থেকে পশ্চিম সরকার প্রতি বছর দশ হাজার টাকা দেবেন।

বইমেলায় টিকিট কেটে প্রবেশ করলে সেই টিকিটের সঙ্গে থাকছে বীমার সুযোগ। মেলা প্রাঙ্গণ এবং এর বাইরে আধ কিলোমিটারের মধ্যে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে পাওয়া যাবে বীমার টাকা। এরকম বীমার ব্যবস্থা কলকাতা বইমেলায় এবারই প্রথম। বইমেলায় ৩১শে জানুয়ারি নেদারল্যান্ড দিবস এবং ২রা ফেব্রুয়ারি ছিল বাংলাদেশ দিবস। বাংলাদেশ দিবসকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশে কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন এদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে মেলা প্রাঙ্গণে অবস্থিত ইউবিআই অডিটোরিয়ামে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল। সেমিনারের মূল বিষয় 'একুশের সুবর্ণ জয়ন্তী'। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সৈয়দ আবুল মকসুদ। আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ, অধ্যাপক আবুল কালাম মঞ্জুর মোর্শেদ প্রমুখ। তাছাড়া বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের পাঁচ হাজার বর্গফুট আয়তনের ওপর বাংলা একাডেমীর আদলে নির্মিত বাংলাদেশের কুড়িটি সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশনা সংস্থা কলকাতা বইমেলায় অংশ নিয়েছে। রবীন্দ্র সদন গেট ছাড়া মেলার সমস্ত প্রবেশ পথই অর্থাৎ বাকি ৫টি গেটে নেদারল্যান্ডের ঐতিহাসিক ভবন ও স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ামের দিকের প্রবেশপথ তৈরি হয়েছে রোটারডামের সেন্ট অ্যান্থনি ব্যাসিলিকার, আউটরাম রোডের-প্রধান প্রবেশপথ নেদারল্যান্ডসের আধুনিক স্থাপত্যের অনুকরণে। চৌরঙ্গি রোডের প্রবেশপথ হলেন মিউজিয়াম, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উস্টাসিকের প্রবেশপথ প্রোটারডামের টাউন হল এবং অ্যানি ফ্র্যাঙ্ক হাউসের আদলে। মেলার উদ্বোধনের আগেই এই পর্বের সূচনা হয়েছে 'নন্দনে' ডাচ চলচ্চিত্র উৎসবের মাধ্যমে। বইমেলা উপলক্ষে নেদারল্যান্ডের পাঁচজনের একটি প্রতিনিধিদল এসেছে কলকাতায়। দলটির নেতৃত্বে ছিলেন সেদেশের প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক অনিল রায় দাস। অন্যরা হচ্ছেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক আমন ওনলার্ণ। তার প্রসিদ্ধ উপন্যাস দ্য মামডেস। ওয়েডিং দাই দ্য সি উপন্যাসের জনক আবদেল লাদের বেনালী, ইসোপাওয়া মোজেস এবং রীনা রেহমান।

১৯৭৬ সালে যে কলকাতা বইমেলার সূচনা ঘটে। বর্তমানে মেলার আয়তন ৮ লাখ ৩৫ হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে। কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে ভারতের ডাক বিভাগ 'স্পেশাল কভার' প্রকাশ করেছে। দীপক দে-র ডিজাইনে দশ টাকা মূল্যের এই ডাক টিকিট উদ্বোধন হয় ৩০ জানুয়ারি। এছাড়া মেলার মাঠেই ডাক বিভাগ আলাদা একটি ডাকঘর খুলেছে। মেলা থেকে যে কোন বই কিনে মেলা থেকেই ডাক বিভাগের মাধ্যমে পাঠানো গেছে বই ভারতবর্ষসহ সমগ্র বিশ্বে। তাছাড়া ডাক বিভাগ আত্মপ্রতিকৃতির ডাক টিকিট তৈরির সুযোগ করে দিয়েছে। মেলার মাঠেই টাকার বিনিময়ে ছবি তুলে স্ট্যাম্প বানিয়েছেন প্রচুর লোক। এই পরিষেবা পৃথিবীর অনেক জায়গায় প্রচলন থাকলেও ভারতবর্ষে এই প্রথম। যেমন প্রথম দর্শকদের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার বীমা। তবে কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে বীমার টাকার দাবিদারকে মেলায় প্রবেশের টিকিট ছিল তা অবশ্যই দেখাতে হবে।

কলকাতা বইমেলা এবার মূলত রবীন্দ্র গ্রন্থমেলা হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র রচনার কপি রাইটের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কলেজ স্ট্রিটের অনেক প্রকাশক রবীন্দ্র রচনাবলীর ওপর হামলে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের বই কপি রাইটের বাঁধন মুক্ত হওয়ার পর প্রকাশকরা কি পরিমাণ বাণিজ্য করছে এর একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কামিনী প্রকাশনা দশ খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলীসহ মোট ৪২টি রবীন্দ্রনাথের বই বাজারে ছেড়েছে ১৪ই জানুয়ারি। এর জন্য তারা ২২টি প্রেস ছাপার কাজে এবং ২০টি বাঁধাইখানার সাহায্য নিয়েছিল। বাঁধাইখানা থেকে বই কলেজ স্ট্রিটের শো-রুমে আসার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বই বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। ফলে পুনশ্চ কামিনী, দীপসহ যারা রবীন্দ্রনাথের বই ছেপেছে তারা কেউই প্রথম সংস্করণ মেলায় আনতে পারেনি। এত মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল প্রথম সংস্করণের সব কপি। মেলায় এসেছিল দ্বিতীয় সংস্করণ। তাও গোগ্রাসে কিনেছেন ক্রেতারা।

এক মাস না বলে দশ/বার দিন বলাই ভাল। কারণ দীপ প্রকাশনা ১৮ই জানুয়ারি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দ্বারকানাথ মঞ্চে জীবনানন্দের সঙ্গে মোড়ক উন্মোচন করেছিল রবীন্দ্রনাথের বইয়ের। পুনশ্চ তাদের প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেছে ১৯শে জানুয়ারি পার্ক হোটেলে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

এরপরও আনন্দ, মিত্র ও ঘোষ, দে'জ প্রভৃতি প্রকাশনার স্টলে লম্বা লাইন ছিল অন্যান্য বারের মতো যথারীতি। তবে হিন্দি কিংবা ইংরেজি বইয়ের দোকানে এ রকম লাইন কখনোই চোখে পড়েনি। পেঙ্গুইনের স্টলে একটু ভিড় বেশি এই যা। ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়ার বহুদেশ এসেও পাকিস্তান এবার কলকাতা মেলায় আসেনি। না আসার কারণ নিশ্চয়ই রাজনৈতিক।

MAR 01 2002